বাজেটে সর্বোচ্চ গুরুত্বপাচ্ছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

নিজস্ব প্রতিবেদক
২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করে ৪ থেকে ১৩ বছর বয়সী সব শিশুর জন্য তা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ‘গণসাক্ষরতা অভিযান’ আয়োজিত ‘শিক্ষা বাজেট : বাজেটের শিক্ষা’ শীর্ষক এক প্রাক-বাজেট আলোচনাসভায় সরকারের পক্ষ থেকে নীতিনির্ধারকরা এসব আশাবাদ ব্যক্ত করেন। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী

পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ, বিশেষ অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি (জোনায়েদ সাকি)।

ধাপে ধাপে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাঃ প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘আমরা প্রাথমিক শিক্ষাকে কেবল পঞ্চম শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। ধাপে ধাপে একে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত

করা হবে। ৪ থেকে ১৩ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর জন্য শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। ঝরে পড়া রোধে আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের সব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'মিড ডে মিল' বা দুপুরের খাবার চালু করা হবে।' শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে নোটবই, গাইড ও কোচিংয়ের বোঝা আমরা চিরতরে দূর করতে চাই। নতুন কারিকুলাম নিয়ে কোনো তাড়াহুড়ো নয়, বরং আনন্দদায়ক ও খেলার ছলে শেখার পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য এমন এক তরুণ প্রজন্ম গড়ে তোলা, যাদের শিক্ষা হবে পুরোপুরি 'ক্যারিয়ার ফোকাসড'।'

বাজেটে বরাদ্দের নতুন প্রতিশ্রুতি : বিশেষ অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জোনায়েদ সাকি বলেন, 'শিক্ষা খাতে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া সরকারের স্পষ্ট অঙ্গীকার। আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে তাল মেলাতে হলে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর বিকল্প নেই। আগামী বাজেটে আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানÑ এই তিনটি খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব। বিশেষ করে শিক্ষকদের বেতন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে কাজ করছে সরকার।'

গণসাক্ষরতা অভিযানের ২১ দফা দাবি : অনুষ্ঠানে বেসরকারি শিক্ষা পরিবারের পক্ষ থেকে ২১ দফা সংবলিত একটি স্মারকলিপি উপস্থাপন করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক আব্দুর রউফ। দাবিসমূহের মধ্যে রয়েছে- আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষা খাতে জিডিপির অন্তত ২.৫ শতাংশ অথবা মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ রাখা। পরবর্তী ৫ বছরের মধ্যে এই বরাদ্দ জিডিপির ৬ শতাংশে উন্নীত করার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে রয়েছে, প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীপ্রতি মাসিক উপবৃত্তি ৫০০ থেকে ১,০০০ টাকায় উন্নীত করা। সমন্বিত শিক্ষা আইন ও স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন। দুর্গম ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকার শিক্ষকদের জন্য বিশেষ আবাসন ও প্রণোদনা। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং অটিজম স্কুলগুলোকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনা। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী নিশ্চিত করা।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী বাজেট ঘাটতি পূরণে উদ্ভাবনী প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন, 'ভারতের মতো বাংলাদেশেও 'এডুকেশন সেস' (শিক্ষা সারচার্জ) প্রবর্তন করা যেতে পারে। পাশাপাশি করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি (সিএসআর) তহবিলের ৩০ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় বাধ্যতামূলক করলে সম্পদের সীমাবদ্ধতা কাটানো সম্ভব হবে।'

অনুষ্ঠানে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ বলেন, মানসম্মত শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ কেবল বাড়ালেই হবে না, তার সঠিক ব্যবহারও নিশ্চিত করতে হবে। ব্রিটিশ হাইকমিশনের শিক্ষা উপদেষ্টা মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শরমিন্দ নিলর্মীও আলোচনায় অংশ নিয়ে শিক্ষা বাজেটের কাঠামোগত সংস্কারের ওপর জোর দেন।

সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাস। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. মোস্তাফিজুর রহমান।

উন্মুক্ত আলোচনায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, উন্নয়ন সহযোগী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে বাজেট নিয়ে তাদের প্রত্যাশা ও উদ্বেগের কথা তুলে ধরেন। বক্তারা ঐকমত্য পোষণ করেন যে, দক্ষ জনবল তৈরি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষা খাতের আমূল পরিবর্তন এখন সময়ের দাবি।